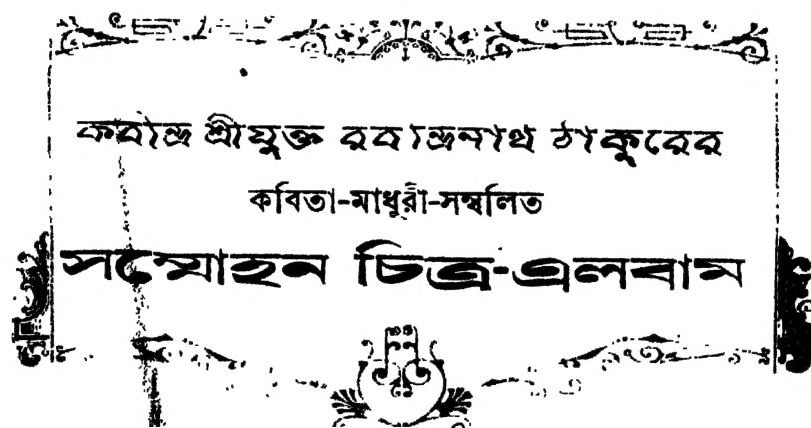


শোভা

২০ ১ ৩২



শ্রীভবানীচরণ লাহা

[সঙ্কলিত সুসজ্জিত]

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বঙ্গুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

মূল্য
১।।০ দেড় টাকা

কলিকাতা ১৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীট,
বঙ্গুমতী-স্নোভারী-প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রাক্ষিত

ঐশ্বর্য কল্যাণ সাহা

নিবেদন

চারু-চিত্রকলার সেবায় অবসর বিনোদনের জন্ত—বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন ভঙ্গীর কতকগুলি ফটো লইতেছিলাম। তখন করুণা ছিল, অবসর মত এগুলির সাহায্যে চিত্র অঙ্কিত করিব। বন্ধুদের প্রীতিসূত্রে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একদিন সাফাং করিতে আসিয়া ফটোচিত্রের এলবামখানি দেখেন এবং ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্ত উৎসাহিত করেন। তাঁহারই আগতে, তাঁহারই প্রদত্ত “শোভা” নামে, তাঁহারই ব্যয়ে ও আয়োজনে, তাঁহারই পরামর্শ মত বিশ্বভারতী হইতে অনুমতি লইয়া বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতা-পারিভাষ্য মাসুদী সমাবেশে ইহা স্মরণোচিত করিয়াছি। এখন ভরসা হয়, সৌন্দর্য্যোপভোগেচ্ছা শিল্পামোদি-সমাজে—শিক্ষিত-সমাজে “শোভা”র শোভা সমাদৃত হইবে। প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব বিশেষ যত্নে কবিতাগুলি নির্বাচিত করিয়া ছবির সহিত স্মরণ করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন—এজন্ত তাঁহার নিকট আমি উপকৃত। নবীন শিল্পী শ্রীমান্ সত্যচরণ ঘোষ ফটো লইবার সময় আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। যাহারা চারুচিত্রকলার সেবা করেন, এ সকল আদর্শ তাঁহাদের উপকারে আসিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
বড়দিন, ১৯২৬

ঐ.ভবানীচরণ লাহা।

সঙ্গীত

| চিত্র | পৃষ্ঠা |
|-----------------|--------|
| ১। কুমারী | ১ |
| ২। মরিক | ২ |
| ৩। গুহলক্ষ্মী | ৩ |
| ৪। গতিস্থান | ৪ |
| ৫। আবরণ | ৫ |
| ৬। মজল তুল | ৬ |
| ৭। অভিনয়িনী | ৭ |
| ৮। নীরব হাসি | ৮ |
| ৯। হারানো গান | ৯ |
| ১০। বাণীর ডাক | ১০ |
| ১১। ছিন্নহার | ১১ |
| ১২। আহিরিণী | ১২ |
| ১৩। উপেক্ষিতা | ১৩ |
| ১৪। পূজার ফুল | ১৪ |
| ১৫। সুরের টান | ১৫ |
| ১৬। গোপন সুর | ১৬ |
| ১৭। মলিলাঞ্জন | ১৭ |
| ১৮। নৈবেদ্য | ১৮ |
| ১৯। কুজ-ডোর | ১৯ |
| ২০। অন্তরাগে | ২০ |
| ২১। মেয়ানে | ২১ |
| ২২। যাতার-পাশে | ২২ |
| ২৩। মরন-দোষ | ২৩ |
| ২৪। বায়ুল বাপা | ২৪ |
| ২৫। তুলির লিখন | ২৫ |
| ২৬। প্রসাদ | ২৬ |



| চিত্র | পৃষ্ঠা |
|--------------------|--------|
| ২৭। অশোক | ২৭ |
| ২৮। দ্বিধা | ২৮ |
| ২৯। প্রীতির স্মৃতি | ২৯ |
| ৩০। তুটি পাপা | ৩০ |
| ৩১। অভিনয়নে | ৩১ |
| ৩২। নিদ্রাহারা | ৩২ |
| ৩৩। শূন্য শয়নে | ৩৩ |
| ৩৪। অলঙ্কারে | ৩৪ |
| ৩৫। মজল ইন্দ্র | ৩৫ |
| ৩৬। শিলা লীলা | ৩৬ |
| ৩৭। ব্যর্থ-নিশা | ৩৭ |
| ৩৮। ঘাটের পথে | ৩৮ |
| ৩৯। অঞ্জলি | ৩৯ |
| ৪০। গাগণীয়া | ৪০ |
| ৪১। চুবল্লরী | ৪১ |
| ৪২। সবমে রাধা | ৪২ |
| ৪৩। দেবদাসী | ৪৩ |
| ৪৪। ক্রান্তা | ৪৪ |
| ৪৫। অর্ঘ্য | ৪৫ |
| ৪৬। মুকুরে | ৪৬ |
| ৪৭। পদরাগ | ৪৭ |
| ৪৮। প্রাণের আলাপ | ৪৮ |
| ৪৯। পথের ডাক | ৪৯ |
| ৫০। বংশীরবে | ৫০ |
| ৫১। আগরণে | ৫১ |
| ৫২। বেণী বাদ্য | ৫২ |

| ক্র | বিবরণ | পৃষ্ঠা |
|-----|---------------|--------|
| ৫৩। | বাঁধনহারি | ২৭ |
| ৫৪। | পূজারিণী | ২৮ |
| ৫৫। | পমারিণী | ২৯ |
| ৫৬। | সুর-সংকেত | ৩০ |
| ৫৭। | মাগের নিধি | ৩১ |
| ৫৮। | নবোটার লাজ | ৩২ |
| ৫৯। | বধুর চিঠি | ৩৩ |
| ৬০। | কাজের মাঝে | ৩৪ |
| ৬১। | অরুণ-রতন | ৩৫ |
| ৬২। | অশ্বিনে | ৩৬ |
| ৬৩। | নিবেদন | ৩৭ |
| ৬৪। | মন্দির-অঙ্গনে | ৩৮ |
| ৬৫। | শুভ ও পূর্ণ | ৩৯ |
| ৬৬। | বিমলা | ৪০ |
| ৬৭। | রূপের অমোলা | ৪১ |
| ৬৮। | বিপণীত | ৪২ |
| ৬৯। | শ্রমেন | ৪৩ |
| ৭০। | চিঠি | ৪৪ |
| ৭১। | পঞ্চমিষ্ঠা | ৪৫ |
| ৭২। | চাঁদের আলো | ৪৬ |
| ৭৩। | বাধা | ৪৭ |
| ৭৪। | নিষ্ফল জীবন | ৪৮ |
| ৭৫। | ইতিশা | ৪৯ |
| ৭৬। | ভুলোর পাজ | ৫০ |
| ৭৭। | আন' মনে | ৫১ |
| ৭৮। | চরকা | ৫২ |



| ক্র | বিবরণ | পৃষ্ঠা |
|------|----------------|--------|
| ৭৯। | শুধা | ৫৩ |
| ৮০। | কটীর-রাণী | ৫৪ |
| ৮১। | দিশাহারা | ৫৫ |
| ৮২। | পিছুর টানে | ৫৬ |
| ৮৩। | কাণে কাণে | ৫৭ |
| ৮৪। | মনের কথা | ৫৮ |
| ৮৫। | প্রণাম | ৫৯ |
| ৮৬। | মাল্যদান | ৬০ |
| ৮৭। | পথের দেখা | ৬১ |
| ৮৮। | আকাশ-কস্ম | ৬২ |
| ৮৯। | প্রেমের স্মৃতি | ৬৩ |
| ৯০। | বনের পাখী | ৬৪ |
| ৯১। | যৌবন-বাণী | ৬৫ |
| ৯২। | উদাত্ত মন | ৬৬ |
| ৯৩। | স্বপ্নরূপ | ৬৭ |
| ৯৪। | জাগ্রত স্বপ্ন | ৬৮ |
| ৯৫। | নদীকূলে | ৬৯ |
| ৯৬। | উড়ো পাখী | ৭০ |
| ৯৭। | পথ চেয়ে | ৭১ |
| ৯৮। | বিহঙ্গম | ৭২ |
| ৯৯। | শরৎকাল | ৭৩ |
| ১০০। | যাবার বেলা | ৭৪ |
| ১০১। | তন্ময় | ৭৫ |
| ১০২। | বৃকের নীড়ে | ৭৬ |
| ১০৩। | উপেক্ষিতা | ৭৭ |
| ১০৪। | আবাহন | ৭৮ |

ত্রিদশ চিত্র সূচী

- ১। স্নেহের খেলা
- ২। হাটের ফেরত
- ৩। নাচনাওয়ালী
- ৪। নীড়-হারা
- ৫। পূজাস্তে
- ৬। তরুণীর লাজ

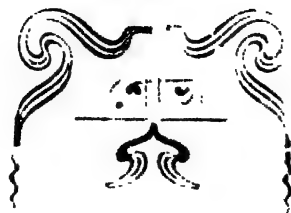


આવિ (મકાન) બાંધવામાં આવેલું છે, અને તેમાંથી એક જણ છે.

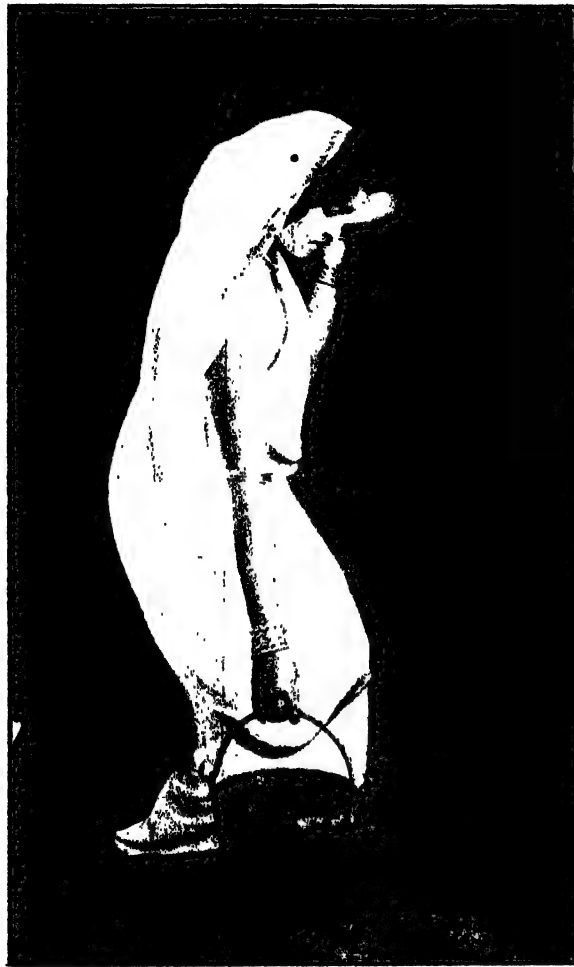
આવિ બાંધવામાં આવેલું છે.



"পাশ্চাত্যিক নরক বন্দে,
দাড়াইল ভীষণ বদ,
খিল নৈলে চাঁত শকসনা
কুমারী কে 'কোবেল বসনা'।"



"সে আঁখি-পলক-কি, ক'জন-ক'জন-কি,
সেবিকা-সেবিকা-সেবিকা
কুল-কুল, গাঁপি-গাঁপি, সাহা-সাহা-সাহা,
অশ্রু-দ্রব-কবি-অশ্রু-দ্রব।"



“সে নহে সাবিত্রী, সাবু, দমকটা, মনো--
চিরোজ্জ্বল দেবী যদি কবিতা মিলিয়ে;
লয়ে ক্ষুদ্র স্তম্ভে অংশ মমতা ভকতি
সে শুধু গো গৃহলক্ষ্মী দরিদ্র কটিলো।”



“সবু ভোম্বাৎ কল্ল যখন
কলে আমাব বালে,
অমকি দাঁড়াই, সব ভুলে যাই
চলেছি কিমেব কাঁচলে।”



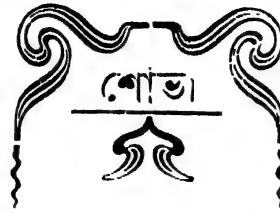
ଫିଲ୍ମ ବାବେ ଗର୍ବିତା ଦାସ,
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ



ଫିଲ୍ମ ବାବେ ଗର୍ବିତା ଦାସ,
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ



“কব না” আন কথ
 গুমে মরুক বুকে বহু বার্ষিক গভীরতা,
 কষ্ট আমার বহুবে তব
 অপমানের মৌন নারবতা।”

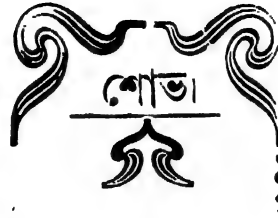


—“গোলাপ, কলি গোপনে ফটে
 কোমল তার অধর পটে
 নারদ হাসি ফটিয়া উঠে
 গুটিয়া নিতে হৃদয়ে।”

হারাগো গান



“মোর এ বাণা আজি
কোন সুরে উঠে বাজি।”



বাণার ডাক



“বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্ন
গগন ডাক দিল
কে দেয় আমার বাণের সুরে
এমন স্বপ্নাত।”



-ফিরে লও রূপ মনোরম
যৌবনের সৌরভ মধুর
মানবের দৃষ্টির বাহিরে
লয়ে যাও মোরে বহু দূর !"



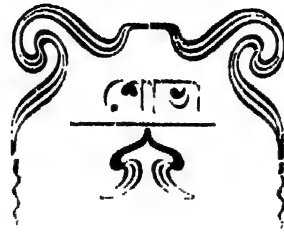
-আজি হ'য়েছিল তুল
তুলি নি পূজার ফল
শেষে মলিন ডকলে ঝরা ফল তুলে '
ঐপিভলে ধুয়ে এনেছি ।"

ଭୂତ ଡୋର



— ଶ୍ରୀ ଯେନ ନିଶା କୁଳି —

ଦୟାକର ନିଶା କୁଳି କାବ୍ୟ



ଅନ୍ତରାଳ





“একটি প্রদীপ্ত মেঘছায়া

অন্নান উষার অপেক্ষায়
থান্নে তার রহিব বসিয়া
কোরক জীবন যাপি হায় !”



—“তুমি যখন ঘুরাও ব’সে যাতা—

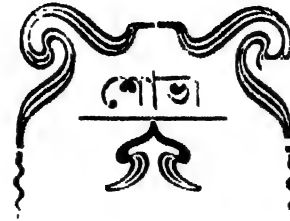
’ হয় ত’ পড়ে তোমার মনে, ‘ভাগ্যচক্র’ এই ভুবনে
কাদের হাতে ঝুপে দিয়েছেন দাতা !”



পা দাউ
উঠিলে খাঁড়ি তটী-রাড়ি
মোহন অঙ্গুরে



দবল যে দিন অ'বে তোমার হৃদয়
দ'দিন তুমি কি দল দেবে উদ্যমে



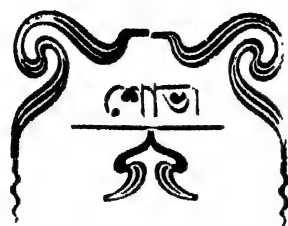
— "কনক-পাণ্ডে" ভব
নিষ্ঠা আঁকিব নব
কুঙ্কম-চন্দন-রঙ্গীন রেখা —
নধনের অঙ্গনে কল্পনা মেখা



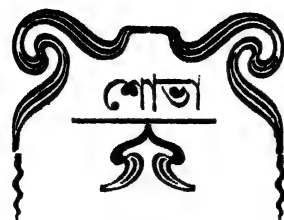
'জন্মের মাথার একটি কুমুদ
তানে দিও গো' দি।



—“মৎ ৫৫,
তুই মম স্থান সমান !”—



“অসতে যে চায়
সন্দেশে তায়
তাড়াই বায়ে বায়ে বায়ে !”.



“সেই চাপা সেই বেল-ফুল !
কে তোরা আজি এ প্রাতে
এনে দিলি মোর হাতে,
জল আসে আঁখি-পাতে
হৃদয় আকুল !”

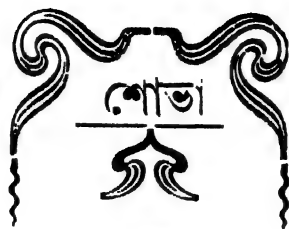


“খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে,
একদা কি করিয়া মিলন হলো দৌড়ে
কি ছিল বিধাতার মনে !”

অভিমনে



—“বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!”



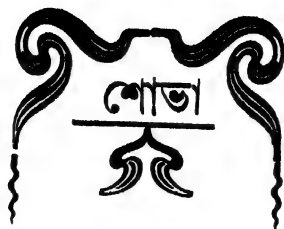
নিদ্রাহারা



“আমারে এমন করি
ভাবিতে পারিতে যদি
বসিয়া একেলা!”



—জাগরণ কৌণ
বদন মলিন
আগিয়া দেখিবে সে—



—“নব বগন্তের ঘেন কুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে ছুটি রাঙা পায় !
তরুণ উবার বত অরুণ আলোক
দুটিয়া পড়েছে ছুটি চরণ-ছায়ার !”



“রন্ধনশালাতে ঘাই
ভুয়া বঁধু গুণ গাই
ধঁয়ার ছলনা করি কান্দি



যে সংঘেষে ধ্বংস কর চূন কর নারী
সেই ধ্বংসে চেঁরি পুন নব সৃষ্টি তব !”



—“পাইনে আমার আগার সখী
অম্বুনি পেল সারা রাত্তি।”



—“কথা তারে ছিল বলিতে—
চোখে চোখে দেখা হ'ল
পথ চলিতে।”



“আমার পানিপানি যার যদি থাকে তেঁ। তবে
আছে অঞ্জলি মোর দাও না পরে।”



“সক ৩২”



“—আমরা হৃ'কনে নাচিয়া গাহিয়া
জীবনের পথ ভুবনে বাহিয়া
চ'লে যাবো হাসিমুখে।”



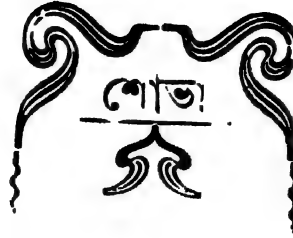
—“আমায় সকল রকমে কাঁড়াল করিয়া
গর্জ করেছ’ চুর !”



—“চাহিয়া আঁথির কোণে
তুমি হাস মনে মনে
আমি তাই লাজে বাই মরিয়া !”



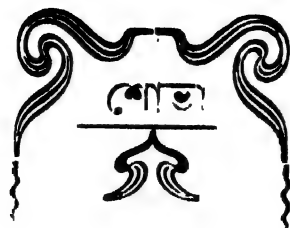
—“প্রেমে অধীরা, কণ্ঠ মদিরা,
পর্যণ পাক্রে, এ মধুরাক্রে ঢাল গো—
নয়নে বসনে ভুষণে নাচ গো!”



—“কে যেন চেনা: সুরে সহস্র উঠে ডাকি,
থমকি আধ-পথে চমকি চেয়ে থাকি,
দেখিতে চাই তবু চকিত হয়ে আঁখি!”—



‘পজার তরে ত্রিঃ উঠে সে ব্যাকুলি
পূজিব তারে গিয়া কি দিগে



—‘মুকুরে হৈবসি মথ
উপজিল মহা সুখ
মনে হ’ল এ রূপের নাহি আর তুলনা।’

পদরাগ



“প্রতি সন্ধ্যাবেলা—
অশোক অলঙ্কারে চিত্রি পদতল
যদি চ'খে লাগে তার ভাল !”



২৪

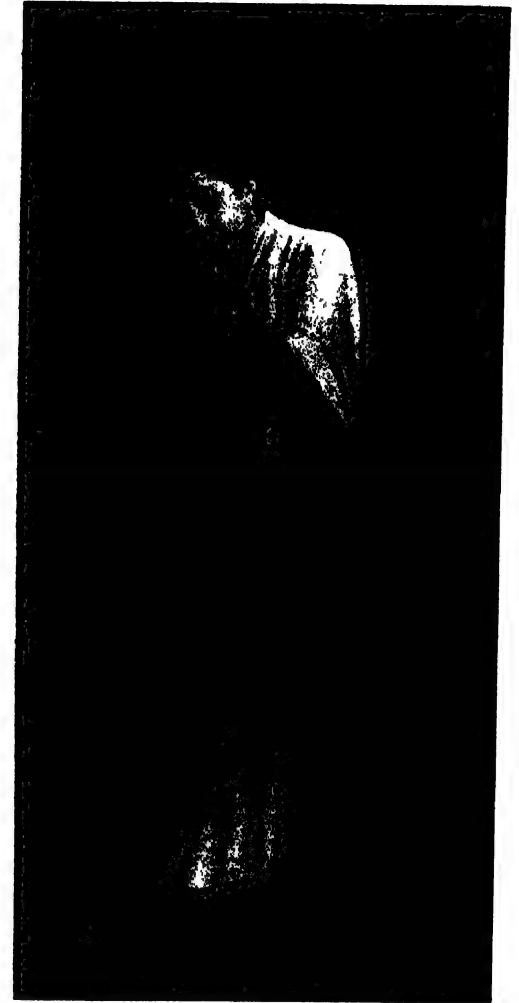
প্রাণের আলাপ



—“কণ্ঠ আমার হারিয়ে গানে,
কবুবে শুধু প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র সুরের টানে !”



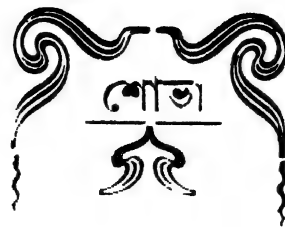
“পথের হাওয়ায় কি সুর বাজে
ডাক দিয়ে সে যায়
বাজে আমার বৃকের মাঝে
বাজে বেদনায়!”



—“ওই বৃষ্টি বাঁশী বাজে
বনমাঝে কি মনোমাঝে—”



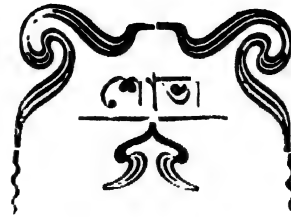
একদা রাতে নবীন সোবনে
অপন ত'তে উঠিছ চমকিয়া
কণ্ঠে এসেছে শুকতার
আকাশ পানে দেখিছ নিরখিয়া



হৃদি গঞ্জিত বেগী বিনোদিনী
বেগে দিল নিভ হাতে।



—“পাড়ে বায় উড়ে যায় মে
আমার বুকের ঝাঁচলখানি
ঢাকা থাকে না ছায় মে
তারে রাখতে নারি টানি।”



“এস শুভদে, দরদে আমা!”



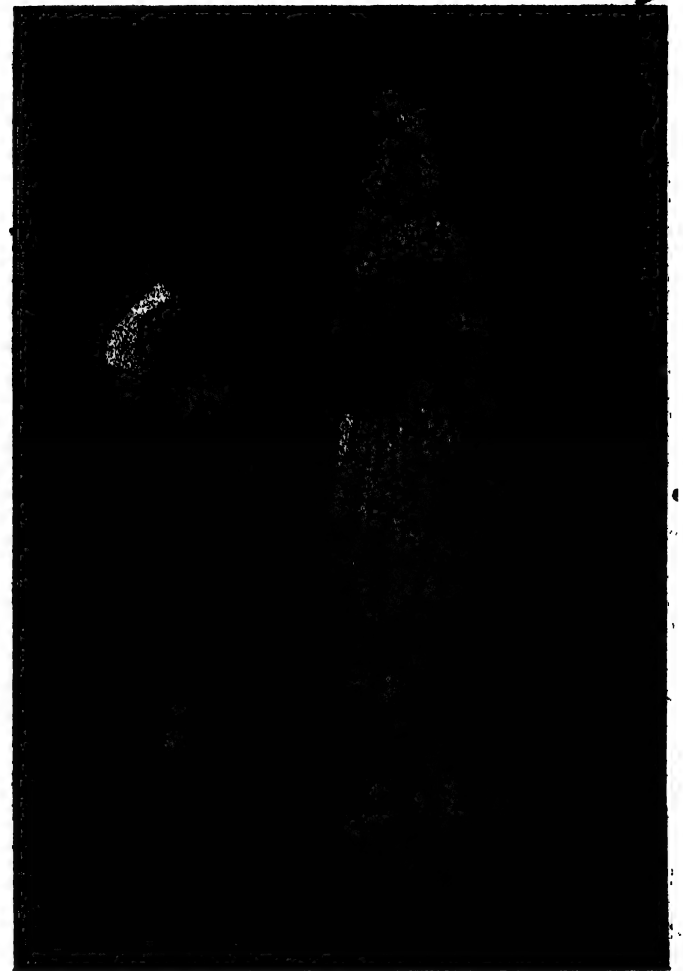
—“ওগো পসারিণী,
দক্ষ পথে উড়ে তপ্ত বালি
দাঁড়াও যেয়ো না আর, নামাও পসরা-ভার,
মোর হাতে দাও তব ডালি।”



—“তোমার নয়ন আনায় বারে বারে
বলেছে গান গাছিবারে !”



—“ধন-ধনা-ধন-ধন,
এ ধন যার ঘরে নেই তার
রুখাই জীবন!”



—“ও মা লজ্জা কিসের?
ছি,ছি, লজ্জা কারে!”

■

বধূর চিঠি



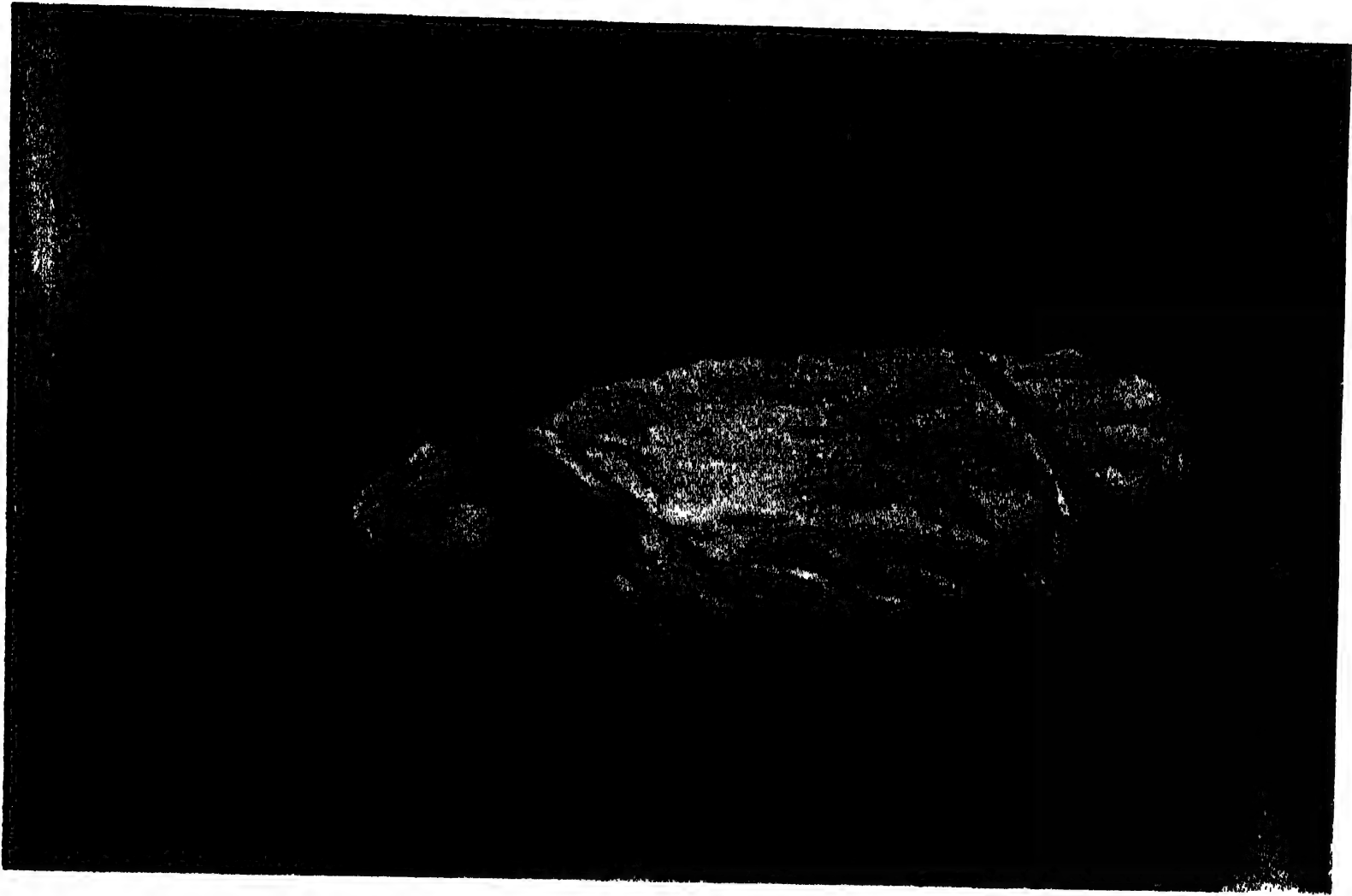
—“ননদিনী পিছন হ’তে হেসে
বধূর চিঠি লুকিয়ে প’ড়ে এসে।”



কাজের মাঝে



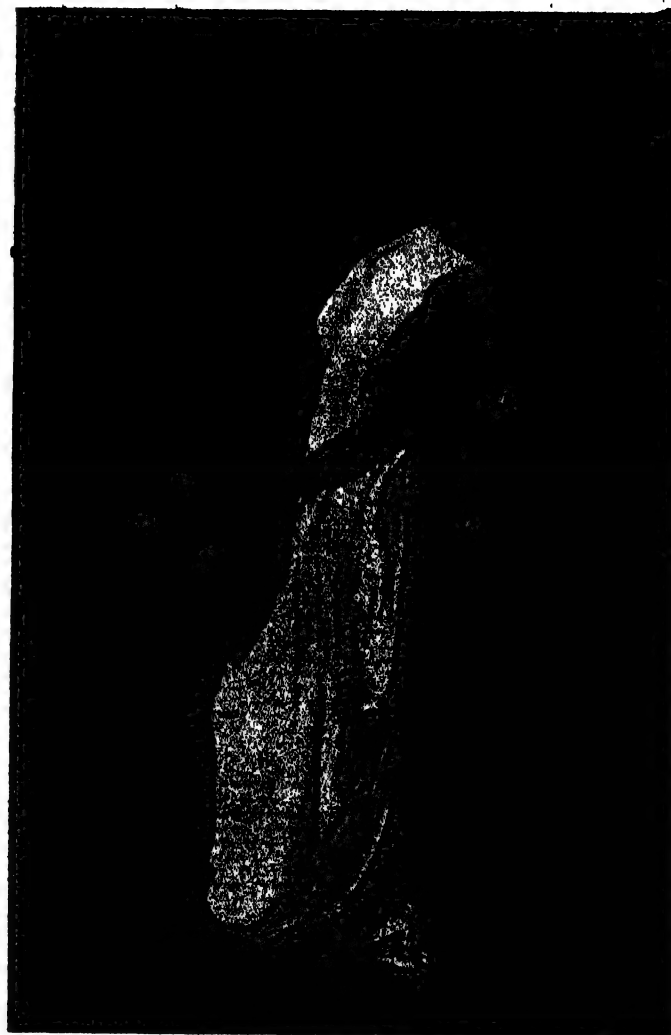
“আমার বাঁধবে যদি কাজের ডোরে,
কেন পাগল কর এমন করে।”



— ৩৫ —
আমার নীচ-হারাণে অসীম-কালের উদয়-পাশে
আমি আনবে মনের মতো বৃষ্টির নীচে লুকিয়ে রাখি ।”



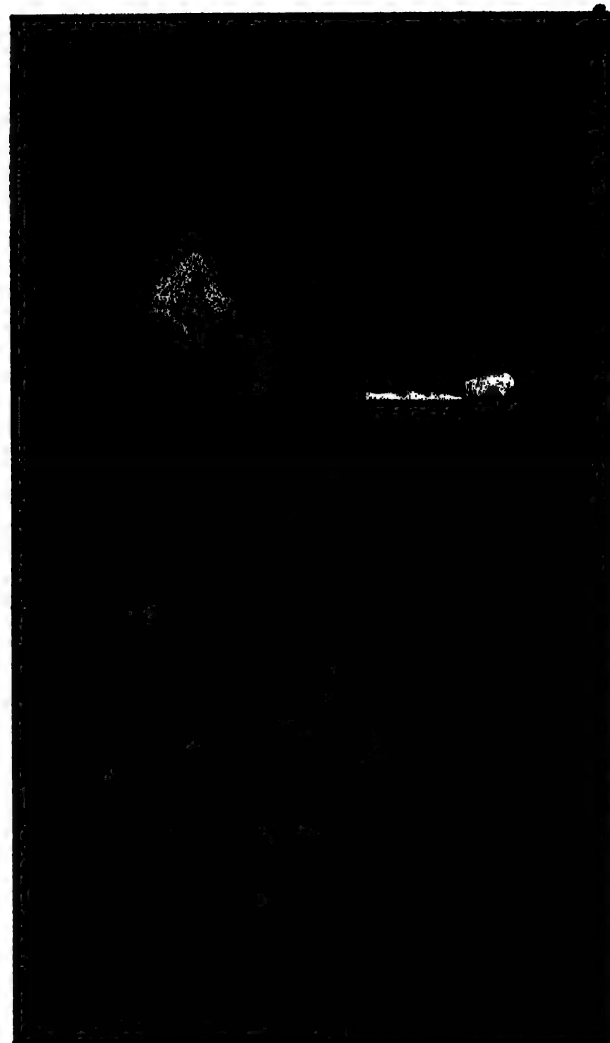
—“রাখি এসে যেখায় মেশে দিনের পারাবারে—
তোমার আমার দেখা হ’ল সেই মোহানার ধারে।”



—“সকলি মুরাল’ হায়,
এবার নিভাতে হবে চিতা।”



—“আমার এই দেহখানি তুলে’ধর
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ-কর—”



“এনেছে ঐ শিরীষ বকুল আমার মুকুল
সাজিখানি হাতে করৈ।”



—“তোমারি ঋণাতলার নির্জনে
মটির এই কলস আমার
ছাপিয়ে গেল কোন্ ক্ষণে !”



—“এ বেলা তোর মনের ঝড়ে
পুজার কুম্ভের ঝরে পড়ে
যাবার বেলায় ভ'রবে খালার
মালা ও চন্দন !”

কীণের আলো

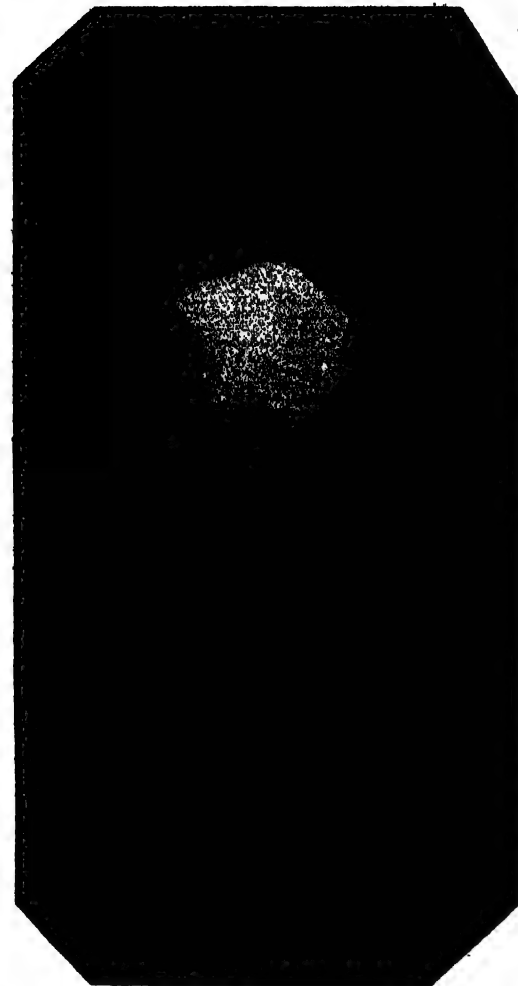


—“সেই আলোটি নিমেষ-হত
প্রিয়ানু-বাকুল-চাণ্ডার মত,
সেই আলোটি মারের আগের
ভয়ের মত দোলে।”



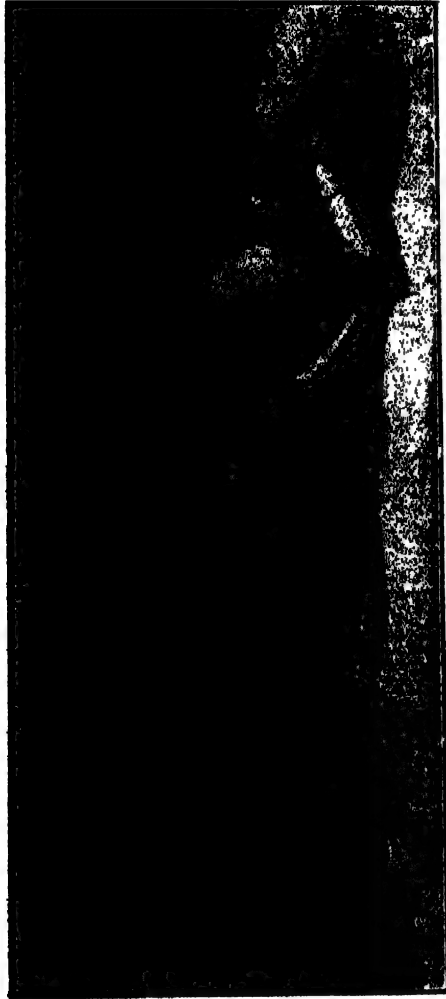
৩৪ .

বিশ্রীত



—“কিরে চল্ মাটির টানে
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে
স্থবির পানে।”

শয়নে



—“কমল-ফুল বিমল শেজখানি
বিলীন তাহে কোমল তুলনা
স্বপ্নের দেশে রূপন যেন মন্দির।



চিঠি



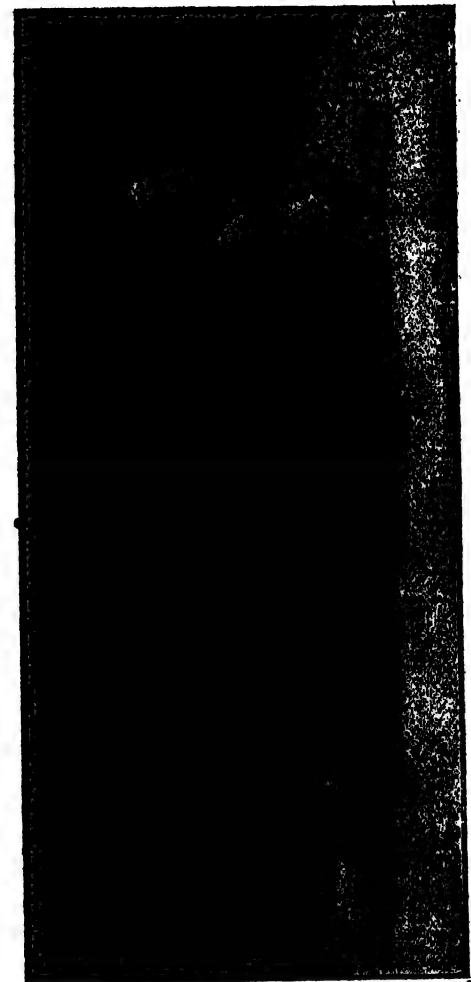
৩৫



-“না জানি আজ দেখেছি কুরূপ
পেয়েছি তার চিঠি।”



-“শিখিরাছি ধনুর্বিজ্ঞা, কিন্তু শিখি নাই
মনের পুষ্প ধনু, কেনে বীকাত্তে
হয়; নরনের কোণে!...“নারী হ’য়ে
না যদি জিনিতে পারি পুরুষের মন
বুঝা বিজ্ঞা বত!.....”



-“ওই চাঁদের আলোতে তুমি
হেসে গলে যাও!”



বাঁধা—



“এ যে চলে যেতে বাধে চরণে. . .”



৩৭

নিষ্ফল জীবন—



“শুধু হৃদনেরই খেলা,
যুম না ভাঙিতে, আঁখি না ঝুলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা!”

হতাশা



“আর কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা ;
সে যে, সাগরের নদী, আকাশের চাঁদ- আমি ত তাহারে পাব না !”



ভুলোর পাঁজ



“ওরে আমার এক ফোঁটা এই খেত পালকের ভুলোর পাঁজ,
কেমন ক’রে এমন হতো লুকিয়ে রাখিস বুকের মাঝে ?”

আন' মনে

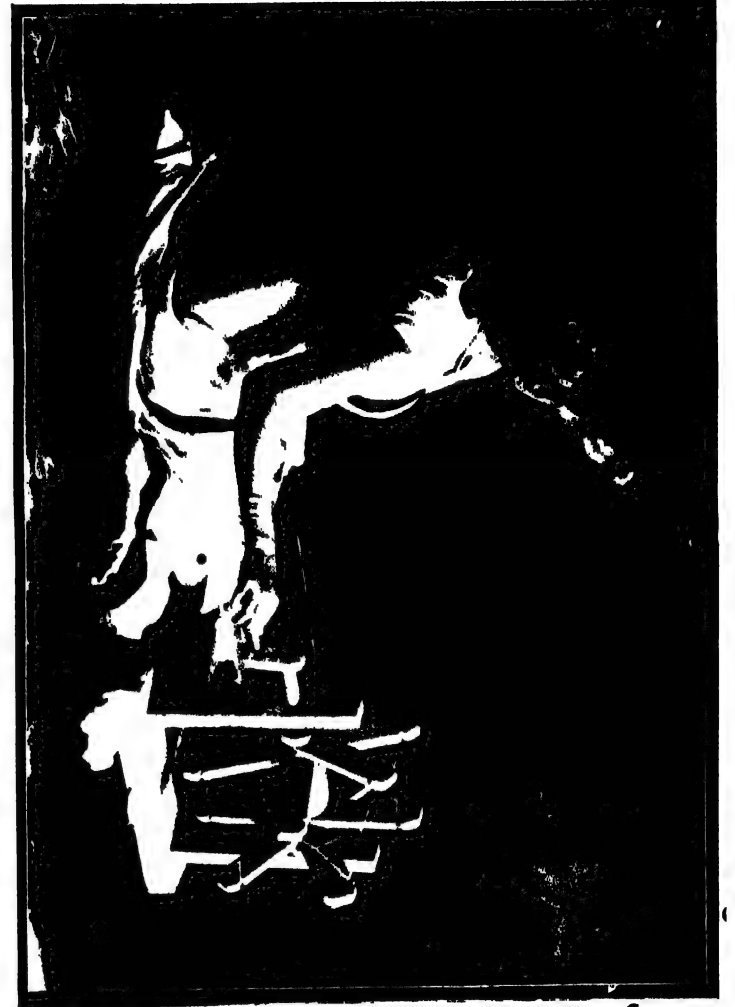


“ছিল এলায়ে সে কেশরাশি,
ছিল ললাটে দিবা আলোক, শাস্তি অতুল গরিমা ভাসি,
তানু কপোলে সরস, নয়নে প্রণয়, অপরে মধুর হাসি।”



৩৯

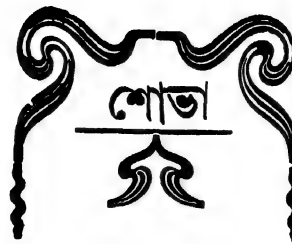
চরকা



“চরকা আমার স্বামী-পুত্র, চরকা আমার নাহি,
চরকার দোলেতে যোর জগারে বাধা হাতী!”



“ভোম্বা হসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গায়ে
মিথুন সমীরে শিহরি পলক মঞ্চ নবনে চাহে :”



গোতা



“পরিমা আমান, গুড়িমা আমান, আমান কুটার রাণী,
জননীর মেহ নিম্বর মা গো। আমান আশার প্রতিমাখানি !”



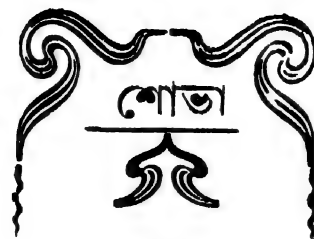
—मन्त्रिभ्यः आदिभ्यः कृष्णं देवदेवाय नमः
इति ३ कः ३१ ॥ ३१ ॥ ३१ ॥ ३१ ॥

দিশাহারা



“কেমনে আছি কেঁচে দাঁত ভুল.

হারাই দিশা কে অগ্নি কে কল ?”



৪১

পিছুর টানে



ওগো পিছন ককণ শুনে তোমার বাঁশা ঘুরে' ঘুরে'

• • কেন উদাস বিষাদ আনে তকণ প্রাণে ?”

কাণ-কাণ



বৈদ্যনাথের বসিবার আভিজাত্য

কথা গেলো দুই চারি



৪২

মনের কথা



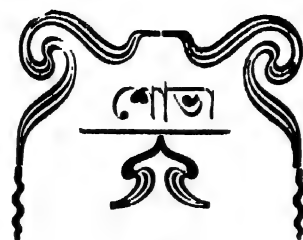
মনদিনী বোনো নগরে

ভুলেছে রাই রাহুন্নি কক্ষ-কল্ল-মাগরে।"



অন্যায় মাপ, নত করিল দাঁড়.

গোলাপ চরণ, বনগরি

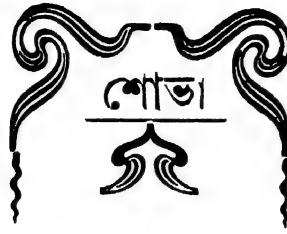


"মত্রে মাথা পুষ্পভরি, ই চরণে দিলান ফুলি ;
ত্রিভরে পরায় যথা আপনি পড়ে যুয়ে !",

পাথের দেথা



আমার মনে দেবে হ'ল পাথের দেথা তব,
চ'খে চ'খে পড়ল বাদ,
পরাণ ভ'রে জাণে মম তিয়াম নব নব !"



আকাশ-কুসুম



"ওই নরনের দৃষ্টি আমার গম নে ঘিরে !
সকল চিন্তা কাড়ের পথে, গ্রামল সড়ল ছায়া পড়ে,
শান্তনু যেখে ঢাকল' আমার স্বপনটিরে ।"

প্রেমের স্মৃতি



"তোমার আপন হাতের দেখা পেয়েই উপহাস
এ মোর অলঙ্কার



বনের পাখী



"ওরে আমার বনের পাখী !
আমার বনের গোপন কোণে
আমরে আয় গুঁকিয়ে রাখি !"



মামার সৌন্দর্যকে গলে ধরে কাঁদে তাঁর
 হৃদয় সৌন্দর্য চোর,
 [দল বাতাসের মত লকাতো বাজিছে কোথা
 তথ্যে পিস মোর।]



"প্রদয় আমান হাওয়ার মত স্তবাস বিখ্যাপি
 এক নিম্নিয়ে ছুটল কোথা অমৌন বিহারী।"



রূপের মতো
নিখিল হয়ে পড়



"নিদ্রা হারা নয়ন মেলে এই যে এমন চেয়ে থাকি,
তোমার রূপের স্বপ্নে ডুবে থাম জানে না আমার অগি।"

নদী কুলে



“কত আনার কাকন লেগে

নদীর ধারে উল্লসে জেগে

‘দুঃখ মনে কার সে আনের গুর!’



৪৮

উড়ি পাখা



“বল রে পাখী, কোথা ত’তে এলি রে তুই উড়ে,
বসিছি কেন আমার হাতে অঙ্গশ্যানি জুড়ে?”

পথ চেয়ে



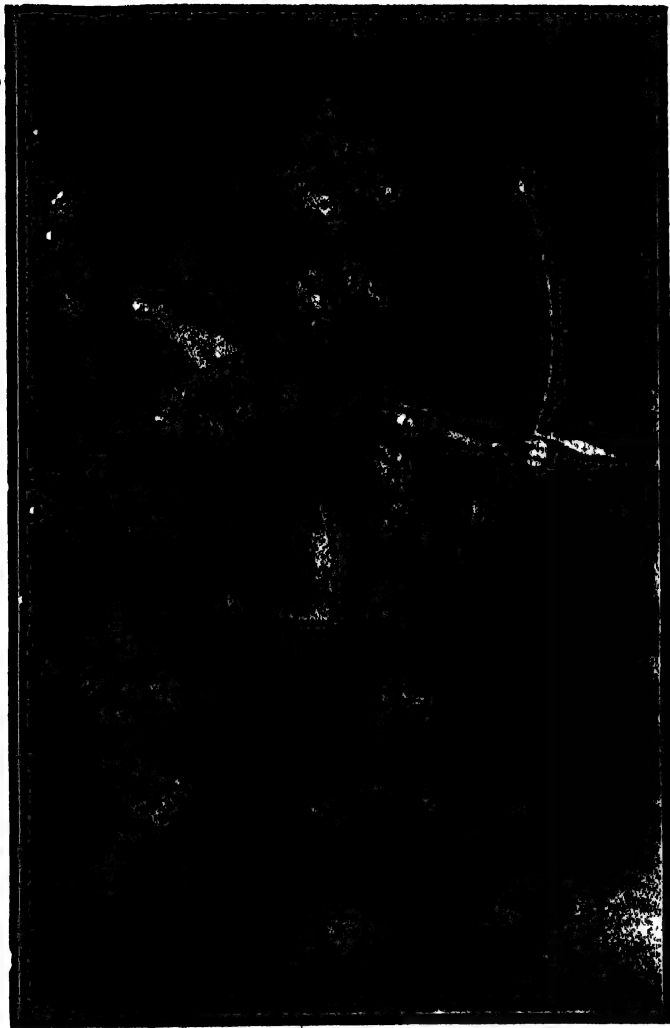
“দিবস গণিয়া গণিয়া বিরলে
বসে আছি নিশিদিন
ঈর্ষ্য মেলি পথ পানে চেয়ে—”



বিহঙ্গ দূত



“বল রে বিহঙ্গ নোরে বল,
সে 'ত' রে আসিবে কিরে
গানবেসে করেনি তু' ছল ?”

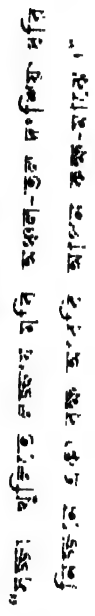


“সামিবে অবাথ লক্ষ্য নিজ ভুজবলে—”

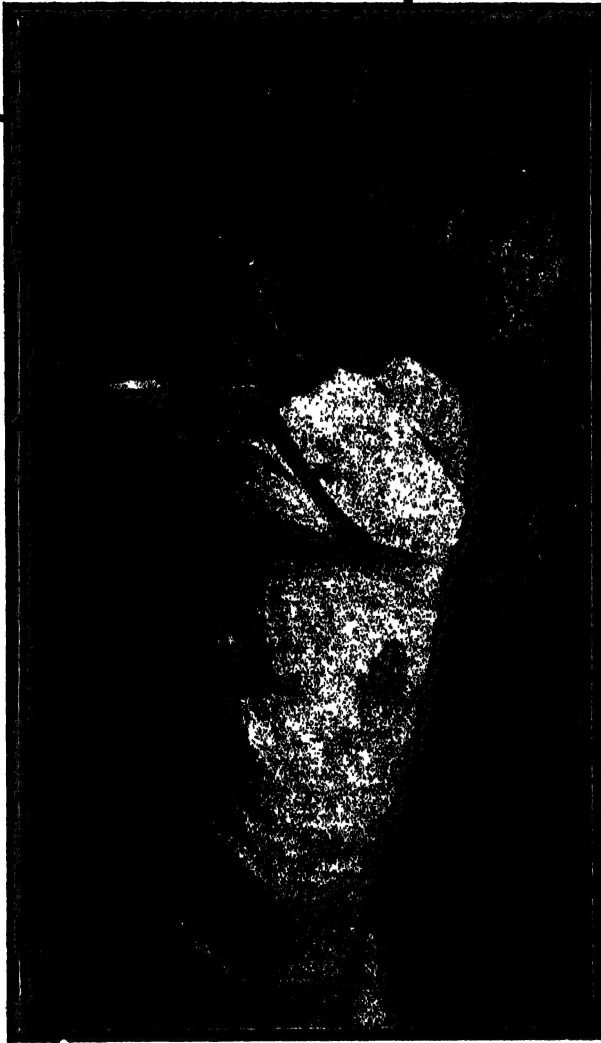


“আবার কেন ডাকিছ মোরে বধু ?
প্রাণের কোন্‌ আশার কুল, উড়ল করি কুটবে ফুল,
ডাকিছ বন্ধি গাণসি সেই নধু ?”





তপস্বয়



“এ মোহ-আবরণ গুলে দাও দাও হে—
হৃদয় মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,
চাও হৃদয়মাঝে চাও তে!”



৫১

বুকের নীড়ে



“ওরে মোর নীড়স্বরা সঙ্গিহীন পাখী,
আমার বুকের নীড়ে আয় তোরে রাখি!”

